অতিরিক্ত সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
ও
সভাপতি
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি

সম্পাদকীয়

দেশের আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বৈদেশিক সহায়তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। যদিও এই সহায়তার পরিমাণ বাংলাদেশের মোট জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ যা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতুল মনে হয় কিন্তু সরকারের বাজেট ঘাটতি মেটাতে, উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সফল করে তুলতে এবং অর্থনৈতিক কূটনীতির দ্বার তথা বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ সম্প্রসারণে বৈদেশিক সহায়তা বরাবরই বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের সামগ্রিক সমষ্টিক অর্থনীতিতেও এই বৈদেশিক সহায়তার অবদান অনস্বীকার্য।

বৈদেশিক সহায়তার অবাধ প্রবাহকে নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৈদেশিক সম্পদ আহরন বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। শুধু তাই নয়, এ বিভাগ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে জাতীয় অর্থনীতির সামঞ্জস্য ও সাযুজ্যকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে বাংলাদেশের বহিঃঅর্থনীতির দ্বার বলা হলেও অত্যুক্তি হবে না। এ বিভাগের এহেন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে গত দুই বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে এবং এবারও এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়াসে আমি আনন্দিত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে আরো বেগবান করতে ভবিষ্যত সম্পদ আহরনের কর্মকান্ড ছাড়াও বৈদেশিক সহায়তা কার্যকরী করে তুলবার মহতি লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের সাথে একাত্ম হবার প্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক সহায়তার নীতি ও কৌশল প্রণয়নের যে প্রয়াস অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নিয়েছে তার প্রতিচ্ছবি এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশে মূল্যবান দিকনির্দেশনার জন্য এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন মহোদয়কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি ও যারা এই প্রতিবেদন প্রকাশে নানাভাবে সহায়তা করেছেন বিশেষত আইসিটি সেলের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে প্রতিবেদনে যদি ভুলক্রমে কোন অসংগতি বা তথ্যের ঘাটতি থেকে থাকে তবে সেই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সকলের মার্জনা কামনা করছি। আপনাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সদয় নির্দেশনা হবে আমাদের পরবর্তী প্রতিবেদন প্রকাশের পথিকৃৎ।

মাহমুদা বেগম